بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ২রা মে, ২০২৫ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআ'র খুতবায় মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত বর্ণনার ধারাবাহিকতায় মূতা'র যুদ্ধাভিযানের ঘটনা বর্ণনা করেন এবং পরিশেষে বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য দোয়ার আহ্বান জানান এবং একজন শহীদের স্মৃতিচারণ করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, মূতা'র যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছিল। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ হলো, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.) যাত্রার প্রাক্কালে মহানবী (সা.)-কে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাকে এমন কিছু উপদেশ দিন যা আমি আপনার পক্ষ থেকে স্মরণ রাখব। তিনি (সা.) বলেন, **আগামীকাল তোমরা এমন শহরে পৌঁছাবে যেখানে সিজদাকারীর সংখ্যা কম, তোমরা সেখানে অধিক হারে সিজদা করবে।** হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.) আবারও উপদেশ চাইলে তিনি (সা.) বলেন, **তোমরা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে; এটি সর্বাবস্থায় তোমাদের সাহায্যকারী হবে।** এরপর তিনি (সা.) তাকে বিদায় দেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.) যাওয়ার সময় কাঁদতে শুরু করেন। লোকেরা তার কান্নার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি পার্থিবতার ভালোবাসায় বা তোমাদের কারণে কাঁদছি না। আমি মহানবী (সা.)-কে জাহান্নামের আয়াত পাঠ করতে শুনেছি আর আমি জানি না যে, আগুনে নিক্ষিপ্ত হলে আমার কী অবস্থা হবে? তখন লোকেরা তাকে সান্ত্বনা দেন এবং দোয়া করেন যেন সবাই এই অভিযান শেষে নিরাপদে ফেরত আসতে পারেন। যাহোক, জুমুআর দিন সকল সৈন্য যাত্রা করেন, কিন্তু হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.) মহানবী (সা.)-এর সাথে জুমুআর নামায পড়ার উদ্দেশ্যে কিছু সময় মদীনায় অবস্থান করেন। মহানবী (সা.) তাকে দেখতে পেয়ে বলেন, তুমি এখনো যাত্রা করোনি? তিনি বলেন, আপনার পেছনে জুমুআর নামায পড়ার পর দলের সাথে গিয়ে মিলিত হবো। তখন মহানবী (সা.) বলেন, **পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার সবটুকুও যদি তুমি খরচ করো তথাপি যারা এ দলে যাত্রা করেছে তুমি তাদের ন্যায় পুণ্যার্জন করতে পারবে না।** (অর্থাৎ জুমুআর নামাযের চেয়ে এখন ইসলামী সেনাদের সাথে তোমার যাত্রা করা অধিক পুণ্যের কাজ।)

মুসলমান সেনাদের যাত্রার সংবাদ পেয়ে শুরাহবিল প্রায় এক লক্ষ সৈন্য সমবেত করে রণপ্রস্তুতি নিতে থাকে। মুসলমানরা যখন **ওয়াদিউল কূরায়** পৌঁছে তখন শুরাহবিল তার ভাই **সুদূস**কে পঞ্চাশজন সৈন্যসহ মুসলমানদের সংবাদ সংগ্রহের জন্য অগ্রে প্রেরণ করে, যারা লড়াইয়ে মুসলমানদের কাছে পরাস্ত হয় এবং সুদূসসহ সবাই নিহত হয়। এরপর মুসলমানরা **মা'আন** নামক শহরে যায় যা মূতা'র নিকটেই অবস্থিত ছিল। সেখানে তারা দু'রাত অবস্থান করেন এবং শত্রুসৈন্য সংখ্যা সম্পর্কে অবগত হন। মুসলমানদের মাঝে কেউ কেউ নতুন নির্দেশনা প্রাপ্তির আশায় এবং আরো সহযোগিতা লাভের উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.)-কে পুরো ঘটনা অবহিত করার আবেদন করেছিলেন। কিন্তু আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.) তাদের সাহস যোগান আর বলেন, তোমরা যে উদ্দেশ্যে বের হয়েছ এখন তোমরা সে বিষয়েই ভয় পাচ্ছ? আমরা শত্রুদের সংখ্যা বা তাদের শক্তিমত্তা দেখে যুদ্ধ করি না, বরং আমরা সেই সত্য ধর্মের জন্য যুদ্ধ করি যার মাঝে খোদা তা'লা সম্মান নিহিত রেখেছেন। তিনি আরো বলেন, তোমরা দুটি পুণ্যার্জনের মাঝে যে কোনো একটি অর্জনের জন্য সামনে অগ্রসর হও, হয় তোমরা জয় লাভ করবে না হয় শাহাদত বরণ করবে। একথা শুনে সকল সৈন্য বলে উঠেন, আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা ঠিক বলেছেন। এরপর সাহাবীরা সামনে অগ্রসর হলে **মাশারিফের** নিকটবর্তী স্থানে রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের এক

লক্ষের বিশাল সৈন্যবাহিনীকে দেখতে পান এবং মূতায় গিয়ে শিবির স্থাপন করেন। এ সময় হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, শত্রুদের এত অধিক সংখ্যা, এত উন্নতমানের রণপ্রস্তুতি, ঘোড়া এবং স্বর্ণালংকার আমি পূর্বে কখনো দেখিনি। হযরত সাবেত (রা.) একথা শুনে বলেন, তুমি তাদের সংখ্যাধিক্য দেখছ? অথচ তুমি আমাদের সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করো নি! আমরা সেখানে সংখ্যাধিক্যের কারণে জয় লাভ করিনি।

যাহোক, মুসলমানরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে রণপ্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন দিকে সৈন্যবাহিনীর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। লড়াই শুরু হলে **হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)** পতাকা নিয়ে শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং লড়াই করতে করতে শাহাদত বরণ করেন। এরপর **হযরত জাফর বিন আবী তালিব (রা.)** পতাকা হাতে নিয়ে শত্রুদের ওপর আক্রমণ করেন। প্রথমে তার ডান হাতে পতাকা ছিল শত্রুরা সেই হাত কর্তন করে, এরপর তিনি বা'হাতে পতাকা তুলে নেন আর শত্রুরা তাও কর্তন করে, এরপর নিজের দুই কনুই দ্বারা বুকের সাথে পতাকা আঁকড়ে ধরলে শত্রুরা তাকে নির্মমভাবে আঘাত করে এবং তিনিও শাহাদতের পদমর্যাদা লাভ করেন। পরবর্তীতে তাঁর দেহে পঞ্চাশ বা ষাটের অধিক তির, বর্শা ও তরবারির আঘাত পাওয়া গিয়েছিল আর আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, এর মাঝে একটি আঘাতও পিঠের দিকে ছিল না, সবগুলো আঘাতই সামনের দিকে ছিল। হযরত জাফর (রা.) শাহাদত বরণ করলে **হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.)** পতাকা নিজের হাতে তুলে নেন। তাকে খাবারের জন্য একটি টুকরো হাড়যুক্ত মাংস দেয়া হয়েছিল, যেন এর মাধ্যমে তিনি কিছুটা শক্তি অর্জন করতে পারেন। তিনি সেই টুকরা থেকে কেবল একটি অংশ ছিড়েছিলেন মাত্র, ঠিক তখনই মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুদের তরবারির ঝংকার শুনতে পান। তখন তিনি নিজেই নিজেকে বলেন, যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে আর তুই এখনো মাংস খাচ্ছিস? এরপর তিনি তা ছুড়ে ফেলে দিয়ে লড়াই শুরু করেন এবং লড়াই করতে করতে শাহাদতের অমিয় সুধা পান করেন আর তাঁর হাত থেকে পতাকা ভূপাতিত হয়।

এরপর মুসলমানরা ছত্রভঙ্গ হয়ে শত্রুসেনাদের মধ্যে মিশে যায় এবং ব্যক্তিগতভাবে লড়াই করতে থাকে। এমন সময় আনসারের এক ব্যক্তি পতাকা নিয়ে সবাইকে সেখানে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানান। সবাই একত্রিত হলে তিনি **হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.)**-র কাছে গিয়ে বলেন, তুমি এ পতাকা গ্রহণ করো, কেননা তুমি রণকৌশলে আমার চেয়ে বেশি অভিজ্ঞ। হযরত খালেদ (রা.) এ যুদ্ধের মাত্র তিন মাস আগে মুসলমান হয়েছিলেন। তাই তিনি প্রথমে নিজে নেতৃত্বগ্রহণে অস্বীকার করেন এবং সেই আনসারী সাহাবীকেই নেতৃত্বগ্রহণ করতে বলেন। কিন্তু সেই আনসারী সাহাবী বলেন, আমি এটি তোমার হাতে দেয়ার জন্যই নিয়ে এসেছি। এরপর হযরত খালেদ (রা.) সেনাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে সব মুসলমান সেনাকে একত্রিত করেন এবং তাদেরকে নিরাপদে শত্রুদের নিকট থেকে একদিকে সরিয়ে নিয়ে আসেন। ইবনে ইসহাকের মতে তাদের কাছ থেকে সবাইকে নিরাপদে সরিয়ে আনা-ই এক প্রকার বিজয় ছিল, কেননা প্রায় লক্ষাধিক সৈন্য তিন হাজার মুসলমানকে ঘিরে ফেলেছিল। হুযূর (আই.) বলেন, বিজয়েরও বিভিন্ন রূপ থাকে। এখানে মুসলমানদেরকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে নিয়ে আসাও এক প্রকার বিজয় হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছে। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিক লিখেছেন, হযরত খালেদ (রা.) শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করে তাদেরকে পরাস্তও করেছেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত খালেদ (রা.)-র রণকৌশল সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি সৈন্যবাহিনীর সামনের অংশকে পেছনে আর পেছনের অংশকে সামনে দাঁড় করান,

ডানদিকের অংশকে বামে এবং বামদিকের অংশকে ডানে দাঁড় করান আর উচ্চস্বরে জয়ধ্বনি দিতে থাকেন। আর অশ্বারোহী দলকে শত্রুদের পেছন দিক থেকে আক্রমণ করতে বলেন, যেখানে অনেক বেশি ধূলোবালি ছিল। যার ফলে শত্রুরা মনে করতে থাকে, মুসলমানদের সাহায্য করতে পেছন থেকে আরেকটি দল এসেছে আর তাই তারাও কিছুটা পেছনে সরে যায়। এ সুযোগে খালেদ (রা.) মুসলমানদেরকে সেখান থেকে সরিয়ে নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসেন। হযরত আবু কাতাদা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) সেই সময় বলেছিলেন, **হে আল্লাহ্! সে তোমার তরবারির মাঝে একটি তরবারি, তাই তুমি তাকে সাহায্য করো।** এ কারণে সেদিন থেকে হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.)-কে **সাইফুল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র তরবারি** উপাধিতে সম্বোধন করা হয়ে থাকে। মহানবী (সা.) মদীনায় থাকা অবস্থায় ওহীর মাধ্যমে এ যুদ্ধের পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে পারেন। তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন, **হে লোকসকল! আমি তোমাদেরকে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের বিষয়ে সংবাদ প্রদান করছি। তারা সেখানে গিয়ে লড়াই শুরু করেছে এবং প্রথমে যায়েদ বিন হারেসা শাহাদত বরণ করেছে, তোমরা তাঁর জন্য দোয়া করো। তাঁর পর জাফর পতাকা হাতে নিয়ে শত্রুদের ওপর আক্রমণ করেছে আর সেও শাহাদত বরণ করেছে, তোমরা তাঁর জন্য দোয়া করো। এরপর আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা সাহসিকতার সাথে লড়াই করতে করতে শহীদ হয়েছে, তোমরা তাঁর জন্যও দোয়া করো। পরিশেষে খালেদ বিন ওয়ালীদ পতাকা হাতে তুলে নিয়েছে এবং সে আল্লাহ্ তা'লার তরবারিগুলোর মাঝে একটি তরবারি।**

এরপর হুযূর (আই.) বর্তমানে বিশ্বের সার্বিক পরিস্থিতির জন্য দোয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আমি নিয়মিতভাবে দোয়ার জন্য আহ্বান করে আসছি। অনবরত দোয়া করতে থাকুন, বিশেষতঃ বর্তমানে পাকিস্তান এবং ভারতের মধ্যকার পারস্পরিক দ্বন্দ্বময় পরিস্থিতির জন্য দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা অত্যাচারিতামূলক যুগের অবসার ঘটান এবং নির্যাতিতদের সাহায্য করুন, রাষ্ট্রনেতাদের বিবেকবুদ্ধি দিন— তারা যেন পরস্পর লড়াইয়ের পরিবর্তে সন্ধির দিকে অগ্রসর হয় এবং জাতিসমূহকে পরস্পরের সহমর্মী ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে বসবাসের তৌফিক দিন। পৃথিবীর সকল অত্যাচারিতের জন্য দোয়া করুন। বাহ্যতঃ পৃথিবী ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। যুদ্ধ হলে উভয় পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সাধারণ মানুষ সীমাহীন বিপদে নিপতিত হয়। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করুন, তবে এটি তখনই হতে পারে যখন মানুষ খোদার দিকে ধাবিত হয়। আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে এর তৌফিক দিন এবং আমাদেরকে দোয়া করার তৌফিক দান করুন।

পরিশেষে হুযূর (আই.) পাকিস্তানের কসূর-এর অধিবাসী জনাব রফিক আহমদ সাহেবের পুত্র **শহীদ মুহাম্মদ আসিফ সাহেবের** স্মৃতিচারণ করেন এবং তার গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা প্রদান করেন। গত ২৪শে এপ্রিল, ২০২৫ রাত প্রায় ১০:৪৫ মিনিটে তিনি বাড়ির প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয়ের উদ্দেশ্যে এক সহযাত্রীর সাথে মোটর সাইকেলে কোথাও গিয়েছিলেন। ফেরার পথে বাড়ি থেকে মাত্র একশ' মিটার দূরত্বে আততায়ীরা তাদেরকে উদ্দেশ্য করে গুলি করে, যার ফলে তারা উভয়ে গুরুতর আহত হন। ঘটনাস্থলে পুলিশের আসতে বিলম্ব হওয়ায় আসিফ সাহেবকে হাসপাতালে দেরিতে নিয়ে যাওয়া হয় আর চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। শাহাদতের সময় শহীদ মরহুমের বয়স ছিল মাত্র ১৯ বছর। তিনি পুণ্যবান, অনুগত, সাহসী, জামাতের সেবায় অগ্রগামী, উন্নত চরিত্রের অধিকারী, দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন এবং খিলাফত প্রেমিক যুবক ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি দয়া ও ক্ষমাসুলভ আচরণ করুন এবং তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, আমীন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)